

ই-ভোটিং এবং প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ

গোলাপ মুনীর



ই-ভোটিং। প্রযুক্তির এক অবদান। এর যেমনি সুবিধা আছে, তেমনি আছে এর নিরাপত্তা নিয়ে কিছু শঙ্কা। সেজন্য আমাদের দেশে ই-ভোটিং চালু হবে কি হবে না, তা নিয়ে আছে বিতর্ক। এ প্রেক্ষাপটেই আমাদের এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের বিষয় ই-ভোটিং।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ জুন বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়া সব দেশেই ইলেকট্রনিক ভোটিং তথা ই-ভোটিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশেও ই-ভোটিং চালু হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনেই ই-ভোটিং চালু করা হবে। অপরদিকে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দলের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিভিত্যে কাফুশির অংশ হিসেবে আগামীর লীশ ই-ভোটিং চালু করতে চাইবে।

এদিকে নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের দিন ৭ জুন ৩০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে মতবিনিময় কর্মসূচি শুরু করেছে। এই মতবিনিময় চলেই আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত। এই মতবিনিময় বা সংলাপ যে এটি বিষয়ে চলবে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ই-ভোটিং চালু হবে কি হবে না। তবে এ-ই মধ্যে যেসব মতামত পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায় ই-ভোটিং নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদিকা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আব্দুল হোসেন মঞ্জু ই-ভোটিং চালুর পক্ষে তার দলের সমর্থন আছে বলে জানিয়ে বলেন, আমরা ইভিএম সমর্থন করি, তবে তা বাস্তবায়িত চালু সত্ত্ব নয়। অপরদিকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নেতা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ড. অলি আহমদের অতিমত হচ্ছে, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অর্থাৎ ইভিএম চালু করলে হলে ভোটারদের আয়তনের ছাপ ব্যবস্থাপনা করতে হবে। তা না হলে ভুল্যা মেশিনের অসুবিধা হবে না। তিনি আরও বলেছেন, কেউ যাতে ইভিএম চালুর নামে উর্পালকনের সুযোগ না পায়, জাতীয় সম্পদের হেনো অশুভ্য না হয়, সে ধাপের নির্বাচন কমিশনের সর্বত্র থাকতে হবে। ইসির সংলাপে অংশ নিয়ে ইভিএম চালুর পক্ষে মত দিয়েছে বাংলাদেশের সামাবাদী দল

(এমএল)। তাদের মতে, বাংলাদেশের নির্বাচনে ইভিএম বৈশ-বিক পরিবর্তন আনবে। অপরদিকে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বকরীর কানের সিদ্ধিকী বলেছেন, ইভিএমে ভোটিং কার্যক্রমের রক্ষণকর্ম না থাকলে এ সুযোগ নিজে ক্ষমতাবহেরা প্রিসাইডিং অফিসারকে জিম্বি করে আবারও ক্ষমতায় আসার সুযোগ নিতে পারে। ইভিএম চালুর ব্যাপারে সরকারের অতিউৎসাহ দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে সে সন্দেহই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন ভোটিং কার্যক্রম ও ভোটিং ডিভিশনই অসম্পূর্ণ। এ পদ্ধতি চালু করলে সে কষ্ট কমে যাবে। সংলাপে ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছে ন্যায় ও ওয়ার্কার্স পার্টি। ন্যায় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এনামুল হক বলেন, ইভিএম ব্যবহার করলে নির্বাচনের ব্যয় কমবে। তার মতে, ইভিএম পদ্ধতিতে এমন প্রযুক্তি সংযোজন দরকার, যাতে কেউ কেন্দ্র দখল ও ভোটিং জাল করতে না পারে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ আল মেলিন বলেছেন, ইভিএম গ্রন্থে জনস্বার্থের কথা বাড়ানো দরকার। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার সব এলাকাই নয়, কয়েকটি কেন্দ্রে ই-ভোটিং চালু করার পরামর্শ দেন।

বিজ্ঞানকার রোসিডেন্ট এতিকউএম বদরুলহোকা টৌদুদী বলেছেন, ইভিএম পদ্ধতি ভালো। কিন্তু প্রযুক্তিপতনাবে এর নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। শুধু বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো একটি পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন হতে পারে না। অপরদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদ বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে পরীক্ষামূলকভাবে স্থানীয় সরকার ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম চালু করতে হবে। শুধু এরপরই জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) নেতারা ইভিএম কেউ রাজনৈতিক দলগুলোর যেসব গ্রন্থ রয়েছে সবার আগে তা সমাবাদের প্রস্তাব দেন। একইভাবে জাতির পার্টির নেতা মোজফা অমির

ফয়সাল মোজারহুদী বলেন, ইভিএম পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যেসব গ্রন্থ রয়েছে আগে তার সমাবান করতে হবে। এদিকে জাতীয় সৈনিকের ও অন্যান্য গণমধ্যমের সম্পাদকরা বিরোধী দলের সাথে আলোচনা না করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন চালু না করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১১ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের সাথে মতবিনিময়ের সময় সম্পাদকরা এ আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এই সংলাপ এখনও অর্ধেকেরও বেশি থাকি। তার আগেই গত ২১ জুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এটিএম শামসুল হুদা বলেছেন, বিরোধিতা সত্ত্বেও ইভিএম ব্যবহারের নির্বাচন কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবে। কমিশনের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে এ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়াও প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে। অন্যান্য নির্বাচনেও এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। বিরোধিতার কারণে কোনোভাবেই ইভিএম পদ্ধতি পরিষ্ৰুত হতে দেয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে মনে হয় সরকার ই-ভোটিং চালুর ব্যাপারে শক্ত একটি অবস্থান নিতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার ও নির্বাচন কমিশন গুস্ততি নিয়ে এগিয়ে যাবে।

বঙ্গদেশ মেশিন ট্রাল ফাউন্ডার বাহরুলপনা পরিচালক ব্রি. জে. সাইয়ুদ রহমান বলেছেন, চর্চিত বছরের আগস্টের মধ্যে কার্যক্রম পেলে আগামী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩০০ আসনের জন্য ইভিএম তৈরি করা সত্ত্ব হবে। ই-ভোটিংয়ের সমর্থকদের কথা হচ্ছে— প্রযুক্তিনির্ভর এই ভোটিং ব্যবস্থায় সঠিকভাবে প্রকৃতকর সময়ে নির্বাচন সম্পন্ন ও ফল প্রকাশ করা যায়। এর বিরোধিতাকারীরা বলে ই-ভোটিং মেশিন ফায়াহ নিরাপদ নয়। এর ভোটিং কেবলটি পরিষ্টি দিয়ে ভোটিং জালিয়াতি চলতে পারে। বিসয়টির সমাচ উপদিকর জন্য আমাদেরকে আগে জ্ঞানতে হবে ই-ভোটিং প্রযুক্তি আসলে কী।

ই-ভোটিং প্রযুক্তি

ই-ভোটিং মেশিন অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বলতে আমরা বুঝি কম্পিউটারায়িত ভোটিং মেশিনকে, যাতে ব্যবহার হয় পেপার ব্যালটের বদলে ইলেকট্রনিক ব্যালট। এর অন্তর্গত নাম 'ডিজিটাল ইলেকট্রনিক মেশিন'। সংক্ষেপে ডিভারই। ই-ভোটিং মেশিন তিন

ধরনের— ০১. টাচ স্ক্রিন মেশিন। এ ক্ষেত্রে ভোটারের কম্পিউটারে এলজিডি স্ক্রিনের ওপর ইলেকট্রনিক ব্যালট স্পর্শ বা টাচ করে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোটিং দিতে পারে; ০২. পাম-রী মেশিন। এ মেশিনে ব্যবহার হয় একটাই কী-পেড। এই কী-পেডে থাকে ইলেকট্রনিক ব্যালটের ওপর ভোটার তার পছন্দমতো ভোটিং

দেখ এবং ০৩. হুইল মেশিন। এই মেশিনে একজন ভোটারকে একটি হুইল বা ঢাকা খুরিয়ে পছন্দমতো বোতাম টিপে ভোটিং দিতে হয়।

সধারণ অর্থে প্রথম দুই ধরনের ই-ভোটিং চিহ্নিত করা যায়। প্রথমই মেশিনে সেই ই-ভোটিং, কোনো ইলেকট্রনিক ভোটিং অপেক্ষা নির্ভরশীল কেন্দ্রে নিয়ে যাতায়াত হয় এবং এগুলো পরিচালনা ও▶

অপটিক্যাল স্ক্যানিং মেশিনগুলো কি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নয়?

যেহাে ভোটারের রেকর্ড রাখার জন্য অপটিক্যাল স্ক্যানিং মেশিনে রয়েছে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এ মেশিন ভোটিং দেয়ার জন্য নয়। এ মেশিনের কোনো ভোটারের পছন্দমতো ভোটিং দেয়ার জন্য গণ্যায়ন হয় কাগজের একটি ব্যালট পেপার। এই ব্যালট পেপারের ভোটিং দেয়ার পর তা স্ক্যান করা হয় একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ভোটারের রেকর্ড রাখার জন্য। যেহেতু এ ক্ষেত্রে একজন ভোটারের কম্পিউটারে সরাসরি ভোটিং রেকর্ড করবেন না, তাই এই মেশিনকে ডিভারই বলা যাবে না। এর অর্থ এই নয় অপটিক্যাল স্ক্যানিং মেশিনগুলোকে অচল করে দেয়ার মতো কোনো সি-ডিং বা স্ট্রিকড সিয়ানালের সম্ভাবনা নেই; কেহ কোনো প্রোগ্রামিং ভ্রান্তির সুযোগ। যদি এই মেশিনে ভেদন কোনো সমস্যাটির প্রতি পেলা গেলে, তবে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনী কর্মকর্তারা ভোটিং হাতে ধরুন তা ডিজিটাল ভোটারের সাথে তুলনা করে সে ভ্রান্তি দূর করতে পারেন।

কম্পিউটারায়িত ভোটিং মেশিন কি নকল?

না, তা নকল কিছু নয়। কোনো না কোনো ধরনের কম্পিউটার সেই বিপাক শক্তির ব্যয়ের দশক থেকে নির্বাচনে ব্যবহার হয়ে আসছে। তখন এগুলো ব্যবহার হতো পেপার পামলার্কট দেয়া ভোটিং পণ্য বা টেলিভিশনের কাছে। অপটিক্যাল স্ক্যান মেশিন ও পাম-রী মেশিনের সূচনা ঘটে সেই যুগে ও এরপর দশকেই। টাচ স্ক্রিন মেশিন আসে মকই দশকে, তবে ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ মেশিনের সমূহ পছন্দের আগে পর্যন্ত এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। এ নির্বাচনে দেখা দেয়া সমস্যার প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালে আসে পামলার্কট ভোটিং মেশিন। সে বছরেই যুক্তরাষ্ট্র কাগজে পল হয়

'হেল্প অ্যান্ডেরিভা ভোটিং অ্যাট'। এর মাধ্যমে ন্যূনতম আর সর্বের মধ্যে স্টেটগুলোকে দেয়া হয় ৪০০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য। তখন পামলার্কট মেশিনের জায়গায় আসে নয়া ই-ভোটিং মেশিন বা অপটিক্যাল স্ক্যান মেশিন।

ই-ভোটিং মেশিন কী করে কাজ করে?

ই-ভোটিং মেশিনে থাকে একটি মেমরি ডিস্ক ও একটি সিস্টেমবেক মেমরি কার্ড। ভোটার যখন ভোটিং দেয়, ভোটিং রেকর্ড হয় মেমরি ডিস্ক ও সিস্টেমবেক মেমরি কার্ডে। নির্বাচন শেষে নির্বাচন কর্মীরা মেমরি কার্ডটি খুলে নিতে যা নিজে যান টেলিভিশন সেলটার বা ভোটিংপনা কেন্দ্রে। সেখানে ভোটিং পণ্যনা শেষে কেসরকারি ফল ঘোষণা করা হয়। এর কয়দিন পর নির্বাচনী কর্মকর্তারা এই মেমরি কার্ড অনুযায়ী ভোটিং পণ্যর সাথে মেমরি ডিস্কে জমা ভোটারের সাথে তুলনা করে যাচাই-বাছাই শেষে ফল দেখেন, ভোটিং পণ্যর কোনো

ছাপকে ধার্য টাকা খরচ হয়। ই-ভোটিং মেশিন সে সব থেকে আমাদের বাঁচায়। তা ছাড়া ই-ভোটিং মেশিনে একই সাথে বহু ডায়াল ব্যালট পেপার টৈরি সহজ। আর একদম শেষ মুহুর্তে এসেও খুব সহজে ব্যালট পেপারে পরিবর্তন আনা যায়। এই ই-ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরাও অনুরণ সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে ভোটিং দিতে পারে। এ মেশিনে একটি অ্যাকাউন্টার রয়েছে। এই অ্যাকাউন্টার ব্যালটের রেখাকে কন্ট্রোল করে দিতে পারে। ফলে মাউস পয়েন্টার ছাড়াই একজন প্রতিবন্ধী এই মেশিনের সাহায্যে তার ভোটিং দিতে পারে। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভালো দিক হলো এর মাধ্যমে অ্যান্য যেকোনো ভোটিং ব্যবস্থার হারের তুলনায় ত্রুটি ভোটিং গ্রহণ ও পণ্যনা শেষে ফল ঘোষণা করা যায়।

ই-ভোটিং নিয়ে সমস্যাতো কোথায়?

ই-ভোটিংয়ের সমস্যাভাবকদের

এই মেশিনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা তো করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আছে সমস্যা। একটি মেশিন পরীক্ষা হয়ে যাতায়াত পরও ভোটিং ডেভারই অস্বাভাবিকভাবে তাদের সমস্যাগুলো আঁপড়তে করেন। আজ পর্যন্ত সার্টিফাইড সফটওয়্যারের শিরণিকা দেখার প্রক্রিয়া খুবই নিরুৎসাহের। ফলে কেউ নিশ্চিত করে কান্ডে পানেন না সার্টিফাইড সফটওয়্যারটি অস্বাভাবিক অবস্থার নির্বাচনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে কি না। একদম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ১৭টি কাউন্টির নির্বাচনে সমস্যা দেখা গিলে নির্বাচন কর্মকর্তারা সেখানে 'ডাইনেস্ট ইলেকশন সিস্টেমস'-এর মেশিনে আনসার্টিফাইড সফটওয়্যার ইনস্টল করিয়ে। ২০০৩ সালে ডার্লিংটনের মেয়াররাও কন্ট্রোলিক ই-ভোটিং সিস্টেমের ভ্রান্তির জন্য কর্মকর্তারা নির্বাচন করতে পারেননি। ২১ ঘণ্টা পর নির্বাচন বন্ধ করে দিতে হয়। একইভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কাউন্টিতে প্রাইমারি নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হারনি। জন্নার কোনো উপায় ছিল না, এখানে একই ধরনের সমস্যা হয়েছিল কি না।

তাহলে কি ই-ভোটিংয়ের এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই?

যুক্তরাষ্ট্রের ভোটিং নিয়ে আশেপাশকারীরা চায় যেহেতবে সবারকরে এমন মেডেট জরি করতে হবে যে, সব ই-ভোটিং মেশিনে সংযোজন করতে হবে একটি 'ভোটার-রেফারেন্স' পেপার ভাটিং ট্র্যেইল অর্থাৎ এনে একটি পেপার প্রিন্টআউট, যা থেকে ভোটাররা ভোটিং দেয়ার পর যাচাই করে নিতে পারবেন, আর ভোটিং সঠিক প্রার্থী পাবেন কি না। কিন্তু এই পেপার ট্র্যেইলের বিতরণীরা হলেন, এর সংযোজনের ফলে ভোটিং প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে পড়বে। সমস্যা ভোটাররা যাচাই করতেই পারেন না। তারা পেপার ট্র্যেইলের বিকল্প রাখারও নিজেছেন।

কয়েকটি প্রশ্ন

ভোটিং নেই, তখন সরকারিভাবে ফল ঘোষণা করেন। নির্বাচনী কর্মকর্তারা মেমরি কার্ড আর মেমরি ডিস্ক জমা ভোটিং তুলনা করে এই মর্মে নিশ্চিত করে চান যে, ভোটিং কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। আবার কিং কিং ই-ভোটিং মেশিনে রয়েছে মডেম। এর মাধ্যমে নির্বাচন কর্মকর্তারা ফোন করে কেসরকারি ফল টেলিভিশন সেলটারে পাঠাতে পারেন। অংশ সমস্যাভাবকরা বলেন, এই পদ্ধতি নিরাপদ নয়। কোনো টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে আনুষঙ্গিককারী মেশিনে ত্রুটি ভোটিং কিংবা মেশিনের সফটওয়্যারে পরিবর্তন আনতে পারে।

ই-ভোটিং মেশিনের ভালো দিকটি কী?

এ মেশিনের কিছু ভালো দিক আছে। কাগজের ব্যালট পেপার

মধ্যে অনেক বড় বড় কম্পিউটার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞও রয়েছেন। তাদের কথা হলে ই-ভোটিং মেশিনগুলোর প্রোগ্রামিং খুবই ব্যাপক মাসের। এই প্রোগ্রাম সহজেই হ্যাক হয়ে যেতে পারে। ভোটিং সফটওয়্যারগুলো প্রোগ্রামিং। অতএব এ মেশিনের গুরুত্বকরক ছাড়া এ মেশিনের ভেতর কী আছে না আছে, তা আর কেউ সত্যিকার অর্থে জানে না। ই-ভোটিং মেশিন কোনো কোনো সময় ক্রিআপ ফেল করে, ভোটিং রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ভোটিং ডিস্ক থেকে পাঠে তুল প্রার্থীর মেশিনে বাইরে থেকে মনে হতে পারে কেউ ভগ্নেপাভেই কাজ করছে। কিন্তু ভেতরে ভোটারের রেকর্ড চলতে পাঠে তুলপ্রাভেই। পেপার ব্যাকআপ হ্যাঁ, একটি নির্বাচনের ফল অর্থহীন হয়ে যেতে পারে।

তত্ত্বাবধান থাকেন সরকারের প্রতিনিধি বা স্বাধীন নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। বিদ্যায়িত হচ্ছে রিমেট ই-ভোটিং, এ ক্ষেত্রে ভোটা দেয়া হয় ভোটারের নিজস্ব প্রভাবে। সেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিনিধি সম্বন্ধীয় উপস্থিতি থাকেন না। এ ক্ষেত্রে একজন ভোটার তার পার্শ্ববর্তী কর্মপত্রটির, মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটা দিতে পারেন। এ ধরনের ভোটিংকে আই-ভোটিং বলা হয়। বাংলাদেশে যে ধরনের আই-ভোটিং চালুর কথা ভাবা হচ্ছে, সেটি এক্ষণে উল্লিখিত প্রথম ধরনের ই-ভোটিং।

ডিম্বারই ভোটা ব্যবস্থা

একটি ছাইলেটে রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক (ডিম্বারই) ভোটিং মেশিন ভোটা রেকর্ড করে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিক-মেকানিক্যাল উপায়ে প্রদর্শিত হয় একটি ব্যালট কিলসে-তে। আর ভোটা মেশিন চালু করে ভোটার নিজে। বেতামন টিপে বা টাচ ক্রিসে স্পর্শ করে মেশিনটি চালু করা যায়। এই ভোটা মেশিন ডাটা গ্রন্থনে করে কর্মপত্রটির সম্বন্ধীয়তার সাহায্যে। আর এটির মাধ্যমে ভোটা ডাটা ও ব্যালটের ছবি রেকর্ড হয় একটি মেরিম কম্পিউটারে। নির্বাচনের পর ভোটা ট্রেন্সমিশন জমা করা হয় একটি রিমোবেলক মেরিমতে অথবা একটি হুপা কপিং। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় হিসাব অফিসে করেও মেরি পাঠাড়া ভোটার হিসাব পর্যালোচনা সুরাণা সুবিধা দেবে পরে যেখান থেকে ভোটার ফল ঘোষণা করা যাবে।

২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'হেল্ড আমেরিকা ভোটা' আইন মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রতিনিধি ভোটারকে প্রতিকর্ষিত উপযোগী ভোটারব্যবস্থা থাকতে হবে। এই প্রয়োজন মেটাতে হয় ডিম্বারই ভোটা মেশিনের মাধ্যমে ২০০৪ সালের নির্বাচনে। নির্বাচন ভোটারে ২৯.৯ শতাংশ ভোটার এ ধরনের ডিম্বারই ভোটা মেশিন ব্যবহার করে।

পাবলিক নেটওয়ার্ক ডিম্বারই ভোটা ব্যবস্থা

পাবলিক নেটওয়ার্ক ডিম্বারই ভোটা ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে ইলেকট্রনিক ব্যালট ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভোটা ডাটা স্থানান্তর করা হয় ভোটা গ্রহণের স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র ব্যালটের মাধ্যমেও সময়ে সময়ে নির্বাচনের দিনে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ভোটারশেখ্রে একত্রিত হতে ডাটা পাঠানো হতে পারে। এর মতো অল্পকিছু আছে ইন্টারনেট ভোটিং ও টেলিফোন ভোটিংও। পাবলিক নেটওয়ার্ক ডিম্বারই ভোটিং সিস্টেমে precinct count method (নির্বাচন কেন্দ্র প্রণালী) method পদ্ধতি পদ্ধতি অথবা control count method ব্যবহার করতে পারে। কন্ট্রোল কাউন্ট সিস্টেমে একটি স্থানে ব্যালট টেবুলেশন চলে মাল্টিপল প্রিন্টিং থেকে পাঠাড়া ব্যালটের মাধ্যমে। ইন্টারনেট ভোটিংয়ে রিমোট লোকেশন ব্যবহার করে ভোটা দেয়া হতে পারে। ইন্টারনেট কা্যাল কর্মপত্রটির থেকে অথবা প্রান্তিক ভোটারসেলেও ব্যবহার হতে পারে, যে ভোটারকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

বিভিন্ন দেশের করপোরেশন ও সংগঠন তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্বাচনে ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ইলেকশনে ইন্টারনেট ভোটা ব্যবস্থা কাজে লাগায়।

ইন্টারনেট ভোটিং সরকারিভাবে অনেক অসুবিধা দেশে ব্যবহার হতে আসছে। তবে সরকারিভাবে এর ব্যবহার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও এয়েশিয়ায়। সুইজারল্যান্ডে ইন্টারনেট ভোটিং লোকাল রেভেনুয়েজ অর্থ ছাড়াই গণভোটে এরই মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত ভোটা ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। সেখানে ভোটাররা তাদের ব্যালট গ্রহণের জন্য ডাকে একটি পিন নামওয়ার্ড ন্য। এয়েশিয়ায় বেশিরভাগ ভোটার চাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী নির্বাচনে তাদের ভোটা দিতে পারেন। কারণ তাদের বেশিরভাগেরই ই-ভোটিং ব্যবস্থায় গ্রন্থন ইন্টারনেট ইন্টারনেটের বেশিরভাগ দেশে এ সুযোগ আছে। সেখানে তা সম্ভব হওয়ার কারণ বেশিরভাগ এয়েশিয়ায় রয়েছে একটি জাতিই পরিচয়পত্র। এই পরিচয়পত্রে আছে কর্মপত্রটির পাঠযোগ্য একটি মেরিম চিপ। এয়েশিয়ায় এই কার্ড ব্যবহার করে অনলাইন ব্যালটের প্রকাশ করা। সব ভোটারের থাকতে হবে একটি কর্মপত্রটির, একটি ইলেকট্রনিক কার্ড হিডার, জাতিই পরিচয়পত্র ও এর পিন (পিন) তথা পার্শ্ববর্তী অধিষ্ঠিত নামের। তা থাকলে একজন ভোটার পৃথিবীর যে কোনো স্থানে থেকে ভোটা দিতে পারেন। এয়েশিয়ায় ই-ভোটা দেয়া হয় নির্বিঘ্নে অসাম ভোটা দেয়ার দিনভাগেতে।

পেপার-ভোটা বনাম ই-ভোটিং

পেপার-ভোটিং আর ই-ভোটিংয়ের মধ্যে তুলনা করতে গেলে বেশ কিছু বিষয় সামনে আসে। কিন্তু পেপার নির্বাচন গণভক্তিকভাবে যেকোনো নিয়ন্ত্রণ সন্ধন, ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ে তা সম্ভব নয়। কারণ পেপার ব্যালট হাতে বসে সবাই পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। পেপার ব্যালট দুশাসন এবং স্পর্শ করে অনুভবনযোগ্য। এটি হঠক করে আসেনি বলে সবাই কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। সব গণভক্তিক দেশে পরীক্ষা হতে এর ব্যবহার করে আসছে। পেপার ব্যালটের নশা অংশ হারিয়ে যেতে পারে, চুরি কিংবা হিলচুরি হতে পারে। কিন্তু কোনো বাইরের দেশ, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে সব ভোটা হিনিয়ে নিজে নির্বাচনের সার্বিক ফল পাঠাতে দেয়া সম্ভব হবে না। এসব ঝিকনের গণভক্তের জন্য পেপার ব্যালটই উত্তম বলে বিবেচিত। আর ক্ষমতার বাইরে থাকা দলভাগের কাছে পেপার ব্যালটই তাদের প্রথম পছন্দ।

অপরদিকে ই-ভোটিংয়ের নির্বাচনের ওপর যথেষ্ট গণভক্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ সম্ভব হয় না। কারণ কর্মপত্রটির প্রতিক্রিয়া ওপর স্বাধীন নজর রাখা ভোটার বা প্রার্থীরা পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা একটি ইলেকট্রনিক মেশিনের ভেতরে দেসব অপারেশন চলে তা সবার পক্ষে জানার সম্ভব নয়। অতএব যারা এর প্রয়োজন তৈরি করেন, তাদের কাছে কর্মপত্রটির কাজ করে একটি বা-কালক্রেয় মতো এবং এদের মেশিনের অপারেশন সত্যিকার অর্থে জানতে হলে প্রয়োজন হবে এর ইনপুট জানা। আর তা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে প্রত্যাশিত জাতিপুত্রের সাথে প্রকৃত জাতিপুত্রের তুলনা করে। দুর্ভাগ্যবশত, ভোটার গোপনীয়তার

কারণে নির্বাচনে ব্যবহারের আই-ভোটিং মেশিনে সবার জন্য কোনো ইনপুট থাকে না। যাকে না কোনো প্রত্যাশিত ইনপুট জন্মার সুযোগও। অতএব ইলেকট্রনিক নির্বাচন প্রতিক্রিয়া ঘাটতি করে দেখার কোনো সুযোগ থাকে না। ইলেকট্রনিক ভোটা দেয়া এর প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং ঘাটতিয়ের অফো। কোনো কারিগরি সমস্যাটাই এই অধিধা দুর করতে পারে না।

সারণ্য মানুষের কাছে ইলেকট্রনিক নির্বাচনের ফল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন এর যথেষ্টা সম্পর্কে তাদের আস্থা থাকা। সেই সাথে প্রয়োজন পুরো নির্বাচনব্যয় তথা নির্বাচন পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত লোকজন, সম্বন্ধীয়তার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও সততা। ব্যবস্থাদুর্ভে এই আস্থা, সততা ও নিরাপত্তা সম্ভব নয় বলেই অনেকেই মনে করেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং গণভক্তের সাথে মানানসই নয়। তা সেখানে যেকোনো ধরনের সম্বন্ধীয়তার ও হার্ডওয়্যার ব্যবহার হোক না কেনো। ফলে, আমাদের রয়েছে একটি যথার্থ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন। এর রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা, স্বাধীনতা এবং পছন্দমতো জনস্বার্থের ব্যবস্থা। অশাসন্য এই কিছু জনস্বার্থের ও ভোটাগুলো জমা হবে একটি নামমূল্য মেরিমতে। আর একটি নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া ঘাটতিয়ের অফো। এই ডাটা ঘাটতিহীনভাবে নির্বাচন করবে নির্বাচনে কে বিজয়ী। সে জন্য সমাজজীবীর বপননে, ইলেকট্রনিক ভোটিং করিগরি সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক সমস্যা। নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সরকার দেখতে পারে না ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের পাঠাড়া ফল সঠিক। অপরদিকে বিরোধীদের হাতেও এমন কোনো উপায় নেই যে, অধিন আর জালিয়াতির সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য হস্তিগর করে।

ফলে স্বাধীন গণভক্তিক উপায়ে সুনির্বাচিতভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন মানুষ প্রকৃত ভোটা টালি করতে পারে। কারণ ভোটারের ব্যালট পেপারের ওপর হাতে লিখে অথবা সিকের ছাপ দেয়, বা স্বাক্ষর দর্শনযোগ্য। আর ফল ব্যালট পেপারগুলো জনসমক্ষে ভোটাভুক্তের একই স্থানে পড়া হয়, অথল কেন্দ্রীয় নির্বাচন প্রতিক্রিয়ার সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ থাকে না। তখন সেটা নির্বাচনী এলেকার বহুসংখ্যক ভোটারকে প্রকৃত হাজার হাজার সাধারণ মানুষের সামনেই কার্যকর ভোটা পড়না ও ফল ঘোষণার কাজটি চলে। অপরদিকে একটি আই-ভোটিং কর্মপত্রটির ভোটার কোন বোঝাম চিপে কিংবা ভোটিং মেশিনের স্ক্রিনের দেখায়া টাচ করে ভোটা দিতে হবে, তার তথ্য টালি করে। এসব তথ্য সংগ্রহ করে জমা করা হয় একটি অজানা, সাধারণ মানুষের গোপনীয়তায়, অপরিশোধ্য বাইরের মানুষের। তখন ভোটাভুক্ত পড়না হয় ও ফল ঘোষণা করা হয় একজনকে ইলেকট্রনিক সার্ভিসের তথ্য নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে। আর এই নির্বাচন নির্বাচন থাকলে পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে কোনো ধরনের গণভক্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব হয় না ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের পেলো।

তা ছাড়া অঙ্ককের দিনে বিধের অনেক দেশকেই মোকদ্দমা করে চলতে ছয় দেশকে অস্থিতশীল করার লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসীদের বিশালসংখ্যক সন্ত্রাসী আঘাত; গণস্বত্বাধিকার নির্বাচন পত্ন করে এরা এ কাজটি অনেক সময় সম্পন্ন করিতে চায়। ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের বেলায় তাদের জন্য এ কাজটি করা সহজেই সম্ভব হয়। কারণ সন্ত্রাসীরা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পরিচালিত করিতে পারে ইলেকট্রনিকভিত্তিক নির্বাচনের গোটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ওপর। নেটওয়ার্কের কোনো একটি পাশ্চাত্যে আঘাত হেনেই তা করা সম্ভব। দেশের ব্যালটের বেলায় আঘাত হানার এমন কোনো একক লক্ষ্যমাত্রা তুলে পাওয়া যাবে না— যেখানে আঘাত হেনে গোটা নির্বাচনকে বাতাল্য করে লেনেক অস্থিতশীল করে দেয়া যায়। কিংবা নির্বাচনের ফল পাশ্চাত্য দেয়া যায়।

ইলেকট্রনিক ব্যালটের সবকিছুই ভোটারের সামনে। এতে ভোটারগণকে কিছুই নেই। একে অকার্যকর করে দেয়ার জন্য এমন একক কোনো শব্দটি নেই, যা অঙ্করকো করে দিয়ে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করে অসম্ভব করে তুলতে পারে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অকলেকা হয়ে গেলে কিংবা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলেও পেশার ব্যালটের নির্বাচন পরিচালনায় কোনো বাঘাত ঘটবে না। ফল বিদ্যুৎ ছিল না, কম্পিউটার ছিল না, তখনও পেশার ব্যালটের নির্বাচনে কোনো অসুবিধা হইলি এবং এ নিয়ে কোনো মহল থেকে কোনো বিতর্ক বা বিরোধিতাও আসিলি।

ইলেকট্রনিক নির্বাচন হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটার সেবারভিত্তিক, যা হয়ে উঠতে পারে সন্ত্রাসীদের ধ্বংস টাণেটি। আসলে সন্ত্রাসীরা হামলার টাণেটি করে নেটওয়ার্ক অকলেকা হেনে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ওপর। আর কম্পিউটার সেবার হামলা করে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করে অসম্ভব করে তুলতে পারে। কেবল সন্ত্রাসীরা লেনেক অস্থিতশীল করে চায়, তারা এভাবে নির্বাচন বাতাল্য করে দেশকে বৈধ পার্লামেন্ট বা সরকারশূন্য করতে চেষ্টা করে।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের কথা প্রস্তাব করেছে তাকে বলা হইতেছে— ব্যালট কাগজে সিল মেরে ভোটিং দেয়ার বদলে ইডিএম পছন্দের প্রার্থীদের পাশে সুইচ টিপে ভোটিং দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

এর সুবিধা: নির্বাচন কমিশনের দাবি মতে এর প্রস্তাবিত ইডিএম ব্যবস্থার সুবিধাজনক হইলে— ০১. ব্যালট পেশার ছাপসমের ও পরিবহনের ব্যয় কমবে, ০২. ভোটার ফল নির্ভুল হবে, ০৩. ফল ঘোষণা দ্রুত হবে, ০৪. ইডিএম ব্যক্তিগত ভোটিং গ্রহণ করবে না, ০৫. একই



ব্যালট ইউনিট

ইডিএম পরবর্তী নির্বাচনেও ব্যবহার করা যাবে এবং ০৬. কেবল দল কর ভোটারের ফল পাশ্চাত্য দেয়া যাবে না।

ইডিএমের ইউনিটগুলো: প্রস্তাবিত এই ইডিএমের দুটি ইউনিট বা অংশ রয়েছে: ব্যালট ইউনিট ও কন্ট্রোল ইউনিট।

ব্যালট ইউনিট থাকবে বুকের ভেতরে। এ ইউনিটের ওপর প্রার্থীদের নাম ও প্রার্থীক ছাপসমা থাকবে। প্রতিটি প্রার্থীকের পাশে রয়েছে একটি করে সুইচ। কোনো প্রার্থীকের পাশের একটি সুইচ টিপলে এরা পাশের সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে ও বীপ শব্দ শোনা যায়। বাকি জ্বলা দেবে ও বীপ শব্দ জ্বলে ভোটার বুঝতে পারবেন যে তার ভোটিং পূর্তীত হয়েছে। অফরজানাইন লেনেক সহজেই ইডিএম ব্যবহার করে ভোটিং দিতে পারবেন। ভোটার ভোটিং দেয়ার সাথে সাথে ছত্রটি ভোটার তথা তার মেমব্রিজে নিচে যায়।

ইডিএমের মেমব্রি ন্যূনতম ১০ বছর তথা অবিকৃত রূপে রাখতে পারবে।

কন্ট্রোল ইউনিটটি থাকবে ডিসাইজিং অফিসারের সামনের টেবিলে। এই ইউনিটে 'ব্যালট' নামের একটি সুইচ রয়েছে। এই সুইচ টিপলে বুকের মতো রঙা সংযুক্ত ব্যালট ইউনিট একটি ভোটিং দেয়ার জন্য কার্যকর হবে। 'ব্যালট' সুইচ চেপে 'সহকারী ডিসাইজিং অফিসার ভোটিংয়ে ভোটিং দিতে বুকে পারবেন। ভোটার ভোটিং দেয়ার সাথে সাথে ব্যালট ইউনিট অকার্যকর হয়ে যায়। সে অবস্থায় ব্যবহার ভোটিং দিলেও মেমব্রি তা আর গ্রহণ করবে না। ভোটিং দেয়ার পর ভোটার বুদ থেকে বেরিয়ে গেলে সহকারী ডিসাইজিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের 'ব্যালট' সুইচ চেপে পরবর্তী ভোটারের জন্য ব্যালট ইউনিটটি কার্যকর করবেন।

কন্ট্রোল ইউনিটের সামনের দিকে রয়েছে একটি বড় ডিসপেই, যা সবাই দেখতে পারবে। ভোটার সঠিকভাবে ভোটিং দিতে পারলে ডিসপেইটির সংখ্যা ১ দেখতে যায়। এর ফলে সহকারী ডিসাইজিং অফিসার বা পেশারি একটুটা সহজে বুঝতে পারবেন যে ভোটারের ভোটিং মেট ভোটারের সাথে যোগ হয়েছে।

প্রার্থীর সংখ্যা: প্রতিটি ইউনিটে ১২ জন প্রার্থীর জন্য ব্যবস্থা থাকে। প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে দুটি কিংবা তিনটি, এমনকি পাঁচটি পর্যন্ত ব্যালট ইউনিট পরস্পর যুক্ত করে প্রার্থীর সংখ্যা ৬০-এ উন্নীত করা সম্ভব। প্রার্থীর সংখ্যা ১২-র কম হলে অপ্রয়োজনীয় সুইচগুলো অকার্যকর করে রাখা হবে। কোনো আসনে ২ জন প্রার্থী হলে সেখানে দুটি সুইচ কার্যকর রেখে বাকি সুইচগুলো অকার্যকর করে দেয়া হবে।

ভোটিং পলনার পদ্ধতি: প্রতিটি বুকের ফল আদালত আদালতভাবে দেখা যায়। ভোটিং দেয়া শেষে সহকারী ডিসাইজিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লেক'



সুইচ চেপে ভোল্টেজ বন্ধ করে দেবে। এ সুইচ চালার পর ভোল্ট ইউনিট আর কার্যকর হবে না। সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার 'ফাইনাল রেকর্ডস্ট' সুইচ চাললে ব্যালট প্রথম প্রার্থীর নাম ও পাওয়া মোট ভোটসংখ্যা কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপে-চে দেখাবে। 'ফাইনাল রেকর্ডস্ট' সুইচ ছিটায়বার চাললে দ্বিতীয় প্রার্থীর পাওয়া মোট ভোটের পরিমাণ জানা যাবে। একেবারে প্রত্যেক প্রার্থীর পাওয়া ভোটসংখ্যা একে দেখা যাবে। একপর আসে থেকে সরবরাহ করা একটি ফরমে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিখে সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার কন্ট্রোল প্রিন্সিপাল অফিসারকে দেবেন। প্রতিটি বুথের ফল একীভূত করে প্রিন্সিপাল অফিসার অন্য একটি ফরমে তুলে পাঠক করে ডিটাইল অফিসারের কাছে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

যোগসাক্ষরের চৌকী : একজন ভোটার ভোটা দেয়ার পর সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার আবার 'ব্যালট সুইচ' চেপে ভোটেরকে আরেকটি চৌকী দেয়ার সুযোগ করে দিতে চাইতে পারেন। এভাবে সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসারের সাথে যোগসাক্ষর ব্যবহার ব্যালট ইউনিট চালু করে একজন ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোটা বাতুলসের চৌকী করতে পারেন। এখানে সে সুযোগ হবে না। কারণ ভোটার ভোটা দেয়ার সাথে সাথে কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে সংযুক্ত ডিসপে-চে ভোটার সংখ্যা ১ কেড়ে যাবে। সুতরাং পোলিং এজেন্টরা সবচেয়ে বাছুরি ভোটা ধরে ফেলতে পারবেন।

কেন্দ্র মঞ্চ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : নির্বাচন কমিশন দাবি করছে প্রত্যেক এই ইউনিটে কেন্দ্র মঞ্চের বিকল্পে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত, কোনো পরিস্থিতিতে সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লক' সুইচটি চেপে লিফট মঞ্চকারীরা কোনো ভোটা দিতে পারবে না। স্বাভাবিক ইউনিটের স্মার্টকার্ড সরিয়ে ফেললেও মেশিনটি চালু করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাচীর পছন্দের মেনুকে কেন্দ্র মঞ্চ করে অতি দ্রুত সিল মেরে ব্যালট বাগ্ন বেধাই করা যায়, ইউনিটের ক্ষেত্রে কাজটি ততটা সহজ নয়। মেশিনের সামনে বসে সুইচ চেপে চেপে ভোটা দিতে হয় এবং এভাবে প্রতি মিনিটে হাজার ভোটা ভোটা দেয়া যাবে না।

ইউনিটের প্রোগ্রাম : প্রতিটি ইউনিটের একটি প্রোগ্রাম থাকে। একে নির্বাচনী বিধিমালা অনুসরণ করে বাতুলস সম্পন্ন হয়। মেশিনে প্রোগ্রাম ঢোকানোর আগে নির্বাচন কমিশন প্রোগ্রামটি পূর্ণাঙ্গমূল্যায়নে পরীক্ষা করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ শ্যালেন পঠন করেন। তারপর অনুশোধান পেলেই শুধু মেশিনে প্রোগ্রাম ঢোকানো হবে। প্রোগ্রামটি মেশিনে যে ডিসপে মেকানো ভরা হবে, তা ওয়ার টাইম প্রোগ্রাম (ওটিসি) ডিসপে একবার প্রোগ্রাম করা হলে, সেই ডিসপে লুটন করে আর প্রোগ্রাম করা যায় না। তাই মাই পর্যায়ে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের কোনো আশঙ্কা নেই।

ই-ভোটিং ও ব্যবস্থা

ই-ভোটিং মেশিনের কোনো ফ্রাটরি কারেঞ্জই শুধু নির্বাচনের তুল ফল পাঠে যেতে পারে,

'আমাদের উদ্ভাবিত ইভিএম ভোট কারুচুপি, জালিয়াতি ও হ্যাকিংয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই'

বাংলাদেশ ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রোগ্রামিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রফেসর ও ইনসিট্যুট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেমসের (আইআইসিসি) পরিচালক এসএম সুলতান কবির বলেন- "২০০৮ সাল থেকে ইউএম জৈবির কাজ শুরু করা। তার পূর্বে থেকে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল কিভাবে খুব সহজ ও দ্রুততম সময়ে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। ইতোমধ্যে ২০০৮ সালে প্রতিবেশী দেশ ভারতে রায় ৩০ কা ভোটসম্পর্কে ই-ভোটিং বা ইউএমের মাধ্যমে ভোটিংয়ে শুরু হয়েছে। আমরা ভারতে ইউএম সম্পর্কেও কিছুটা মাধ্যমে জেনেছি। গত স্বল্পসময়কাল সরকারের সময় আমরা নির্বাচন কমিশনকে আমাদের উদ্ভাবিত ইউএম প্রযুক্তিটি প্রদর্শন করে এক ঢাকা অফিসার গ্রামের দৃষ্টিতে নির্বাচনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করে ইউএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোটা সম্পন্ন করা হয়। সেই থেকে নির্বাচন কমিশনও চিন্তাভাবনা করে কিভাবে এটি জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে ব্যবহার করা যায়। ওই সময়ই নির্বাচন কমিশনের দু-জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ই-ভোটিং প্রযুক্তিটি পর্যালোচনা করার জন্য বা কিভাবে ভোটাররা ব্যবহার করবে তা সরেজমিনে দেখার জন্য ভারতে যান। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে (১৭ জুন ২০১০) আমালা খান ওয়ার্ডে বাংলাদেশের ইউএমের প্রথম ই-ভোটিং সিস্টেমে ভোটা দেয়া হয়। প্রফেসর সুলতান কবির আরও বলেন- জাতীয় ইউএমের চেয়ে আমাদের উদ্ভাবিত ইউএম ব্যবহার সহজ এবং কারুচুপি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ১৭ জুন আমালা খান ওয়ার্ডের সব শ্রেণীর ভোটার স্বাভাবিক স্বতন্ত্রভাবে ইউএমের সাহায্যে খুব সহজে ও কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে ভোটা সম্পন্ন করে। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ভোটারের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ শুনি নি এই ইউএম সম্পর্কে।



এসএম সুলতান কবির

ইউএমের প্রোগ্রাম ও সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসারের সাথে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক বিষয়ে তিনি বলেন, ইউএমের প্রোগ্রামগুলো নির্বাচন কমিশনের সীলচলনা অনুসরণ করেই সম্পন্ন করা হয়েছে। মেশিনে প্রোগ্রাম ইউএম চালুর আগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতীয় বিশেষজ্ঞ প্যানেল বা কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্কিতদের সামনে (যদি প্যানেলে থাকতে ইচ্ছুক হয়) ইনস্টল করা হবে। এই প্যানেল তদারকির জন্য নির্বাচন কমিশনে আবার আরেকটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল থাকবে। উল্লেখ্য, বুয়েট শুধু ইউএমের প্রোগ্রামিংয়ের কাজটি করবে, মেশিন জৈবির হয়ে মাল্টিপার মেশিন টোল ফ্যাক্টরিতে।

একজন ভোটার চৌকী দেয়ার পর সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার আবার ও ব্যালট সুইচ চেপে আরেকটি চৌকী দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন। এভাবে প্রিন্সিপাল অফিসারের সাথে যোগসাক্ষরের মাধ্যমে ভোটার যত্নে ব্যবহার ব্যালট ইউনিট চালু করতে না পারেন তার জন্য মুঠো বসে রাখা রয়েছে। প্রথমত, ভোটার সুইচ চেপে ভোটা দেয়ার পর ১০ থেকে ১২ সেকেন্ডের মধ্যে পোলিং অফিসার চালিয়েও ব্যালট ইউনিট চালু করতে পারবেন না। একজন ভোটার ভোটা দিলে বের হওয়ার পর অন্য একজন ভোটার খুবে প্রবেশ করা যাবে। একজন সময় এমনিতে লোনা বায় বিদ্যায় ইচ্ছা করেই ভোটার মঞ্চ কারীরা বায় হয়েছে। তাইবার ভোটার ভোটা দেয়ার সাথে সাথে কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে সংযুক্ত বাল্ট পর্দা মেরে ভোটার সংখ্যা ১ কেড়ে যাবে। সুতরাং পোলিং এজেন্টরা সবচেয়ে বাছুরি ভোটা ধরে ফেলতে পারবেন যে একই ভোটার উপস্থিত থাকে অন্যভাবে ব্যালট ইউনিট ছিটায়বার চালু করা হয়েছে কিনা। সুতরাং সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার কোনোভাবেই রাজনৈতিক কাজ করতে পারবেন না।

এ ছাড়া ভোটিংয়ে কোনোভাবে মঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা নেয়া দিলে সাথে সাথে সহকারী প্রিন্সিপাল অফিসার মেশিনে লাগানো স্মার্টকার্ড সরিয়ে ফেললে বা ক্লক সুইচ চেপে লিফট মঞ্চকারীরা কোনো ভোটা দিতে পারবে না। অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করেন, পূর্ব থেকে মেশিনে ভোটা দিতে যেনে কি ভুল পরিবর্তন করা হয়েছে? আসল ভোটা শুক করার আগে পরীক্ষামূলক ভোটা ধরে ফেলতে হবে। কন্ট্রোল ইউনিটের স্মার্ট সুইচ চালতে হবে যেটি চেপে পরীক্ষামূলকভাবে নেয়া সব ভোটা মুছে ফেলা যায়। আসল ভোটা শুক করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের স্মার্ট সুইচ চালতে হবে। মেশিনে যদি কোনো ভোটা জমা থাকে তবে সেই সুইচ চাললেও মেশিন চালু হবে না। আসলে মেরে প্রিন্সিপাল অফিসার সাথে মেশিনে ভোটা মুছে দেবে। তাইবার স্মার্ট সুইচ কাছ কাছ করবে। স্মার্ট সুইচ চালু হওয়ার সাথে সাথে মেরেই প্রিন্সিপাল অফিসারের হয়ে যাবে। সুতরাং আসল ভোটা কখনও মুছেবে না।"

ইউএম সম্পর্কে ও মেশিনের মধ্যে সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠি দিতে পারে যে, ইউএমের মাধ্যমে কারুচুপি বা জাল চেপে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের উদ্ভাবিত ইউএমের মাধ্যমে কারুচুপি, জাল ভোটা হ্যাকিং বা কোনোভাবেই মূল পরিচালন শুধুর না। এই মেশিনে কোনো ধরনের নোটারফিক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়নি এবং এক মেশিনের সাথে আরেক মেশিনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না ভোটারকে এবং মেশিনের মাধ্যমে একজন ভোটার মাত্র একটি ভোটা দিতে পারবেন। স্বাভাবিক একজন ভোটার ভোটা দেয়ার সুইচ একবারই ব্যবহার বা চালতে পারেন না। ছিটায়বার থেকে সুইচটি আর কাজ করবে না।

ইউএম সিটি কর্পোরেশনের পর নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ওটা ওয়ার্ডে ইউএমের মাধ্যমে ই-ভোটিং চালু করার।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মন্ত্রণের মধ্যে সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠি দিতে পারে যে, ইউএমের মাধ্যমে কারুচুপি বা জাল চেপে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের উদ্ভাবিত ইউএমের মাধ্যমে কারুচুপি, জাল ভোটা হ্যাকিং বা কোনোভাবেই মূল পরিচালন শুধুর না। এই মেশিনে কোনো ধরনের নোটারফিক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়নি এবং এক মেশিনের সাথে আরেক মেশিনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না ভোটারকে এবং মেশিনের মাধ্যমে একজন ভোটার মাত্র একটি ভোটা দিতে পারবেন। স্বাভাবিক একজন ভোটার ভোটা দেয়ার সুইচ একবারই ব্যবহার বা চালতে পারেন না। ছিটায়বার থেকে সুইচটি আর কাজ করবে না।

ভেদমণি নয়। ই-ভোটিংয়ের বেলায় জালিয়াতির মাধ্যমেও হচ্ছেই নির্বাচনের ফল পাঠে দেয়ার সম্ভাবনায় তা প্রবল। আর এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ সালের সেনিগেট নির্বাচনে যে ভোটা জালিয়াতির ঘটনা ঘটিয়ে, তার উপহাসাচােতি ব্যবহার সমনে এসে যাচ্ছে। এটি বিচারিত জানতে চাইলে ভিজিট করা যেতে পারে voterunion.org অথবা voterprotect.org এমনি আরও গুবেসাইট।

মুক্তরাষ্ট্র : সাম্প্রতিক বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে, আজকের দিনে যেসব ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে, তার বেশিরভাগই প্রচলনশীল। ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামাজিক বিজ্ঞানী দল একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও ওহাইওর প্রতিটি কাউন্টিতে ২০০৪ সালের জেনারেল নির্বাচনে ই-ভোটিং সম্পর্কিত ভোটা জালিয়াতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এ সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কিতাবের জর্জ বুশের পক্ষে ভোটা চুরি করা হয়েছে। পলেক্সরার ভ্যাসের হিসাবের বেশিরভাগে, ফ্লোরিডার ইলেকট্রনিক প্রচলনার মাধ্যমে ২ লাখ ৬০ হাজার ভোটা জর্জ বুশের পক্ষে টালা হয়েছে। যেখানে বুশের ও লাখ ৫০ হাজার ভোটার ব্যবধানে বিজয়ী দেখানো হয়েছে। এই জালিয়াতি না হলে সেখানে বুশের পরাজয় ছিল নিশ্চিত। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেটেও একই ধরনের ভোটিং সমস্যার কথা সে দেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়। এখনও ইন্টারনেটে সে নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটা জালিয়াতির কাবানামা দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার গুয়েসাইটে।

ভারত : ২০০৪ সালে ভারত তাে কোটি ভোটারের শার্লিমেন্ট নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করে। তখন ভারতে ১০ লাখেরও বেশি ইভিএম ব্যবহার হয়। ভারতে যে ই-ভোটিং মেশিনের কথা আমরা জন্ডি, তা উদ্ভবন করেছে সে দেশের সরকার মল্লিকানিরা দুটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি নির্মাটা ইউনিট। ভারত ইলেকট্রনিকস লিমিটেড এবং ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেয়া নির্দেশমতো এই ভোটা মেশিন তৈরি করা হয়। ভারতে এই যন্ত্রের নাম ইভিএম অথবা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন। এই মেশিন ব্যবস্থায় আছে দুটি খাত, যা চলে ৬ ভোটারের খাটরি দিয়ে। একটি যন্ত্রের নাম ভোটিং ইউনিট, যা ব্যবহার করে ভোটাররা। অন্যটির নাম কন্ট্রোল ইউনিট, এটি চালান নির্বাচন কর্মকর্তারা। উভয় ইউনিট সংযুক্ত রয়েছে ৫ মিটার লম্বা একটি ভারের সহায়ে। ভোটিং ইউনিটে প্রতি ভোটারের জন্য রয়েছে একটি শীল বোতাম। এই ভোটিং ইউনিট ধারণ করতে পারে ১৬ জন প্রার্থী। এর চারটিতে একসঙ্গে জোড়া লক্ষিণে ব্যালকমতা ৬৪ জন প্রার্থীতে উঠীক করা যায়। কন্ট্রোল ইউনিটের উপরিভাগে রয়েছে ত্রিাটি বোতাম। একটি বোতাম একক ভোটা রিলিজ করার জন্য, একটি বোতাম একটি সময় পর্যন্ত দেয়া ভোটসংখ্যা দেবার জন্য এবং একটি বোতাম রয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি টানার

জন্য। রেজল্ট বার্নাটি লুকানো ও সিলগালা থাকে। ক্রেজ বার্না না চলা পর্যন্ত রেজল্ট বার্না চালা যায় না। ভারতের ইভিএমের সহজ-সরল ডিজাইন, সহজে ব্যবহার উপযোগিতা ও এর নিষ্কাশনযোগ্যতার জন্য প্রশংসিত হয়ে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপক নির্বাচনী অভিযানের খবর আসার প্রেক্ষাপটে ভারতেও ইভিএম এখন সমালোচনার মুখেমুখি। এই ব্যাপক সমালোচনার মুখেও এই মেশিনের ব্যাপারে অনেক কিছুই এখনও জনমন্ডকে প্রকাশ করা হয়নি। এই ইভিএমের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন থাকলেও তা এখনও করা হচ্ছে। তবে ভারতের একটি সূত্র (indiaevm.org) বলে, ইভিএমের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করে দাবি করেছে, এই মেশিন ত্রয়্যৎ প্রায়ুক্তিক হামলায় ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। আর এই হামলায় মাধ্যমে গোটা নির্বাচনী ফল পাঠে দেয়া সম্ভব। এতে ব্যালটের গোপনীয়তাও ব্যাহত হতে পারে। তারা দেখেছেন কাউন্টিজ হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে এ মেশিনে খুব ধরনের হামলা চালানো যায়। তাদের অভিমত, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের অপ্রশ্রুশেকারী অপরাধীরা ভোটিংমশ সিম্পল হওয়ার পর ভোটা গণনার আগে ভোটাভাবে এই মেশিনে মেলনিয়াম হার্ডওয়্যার ত্রুটিয়ে ভোটা চুরি করতে পারে। এভাবে এর মনে ভোটার সংখ্যা পাঠিয়ে নির্বাচনের ফল বদলে দিতে পারে। সমসার শেষকৃত্ত আরও গভীর। ভারতের ইভিএম পুরোপুরি নির্ভরশীল মেশিনের স্ত্রীত নিরাপত্তা ও নির্ভরচালনিত্তি বাস্তবকরণের সহজটির তপন, যা থেকেসো সহজ বিস্তৃত হতে পারে। ২০১০ সালের দিকে ইসরাইলি কমপুটিটার বিজ্ঞানী বহলেসেন-ভারতের নির্বাচন কমিশন যেমন্টি বলছে ভেদমণি নিরাদন নয় তাদের ইভিএম। ২০০৮ সালের ১১ আগস্ট ইন্দো-প্রশিাশন নিউজ সার্ভিসের এক বববে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা বেশিরভাগে নী করে অপরাধীরা ইভিএম হারক করে ম্যালওয়িসাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ভোটা চুরি করতে পারে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'রিটার্ন-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং' প্রোগ্রাম করে ইভিএম-কে বাধা করতে পেরেছে এর নিজেই বিস্ময়ে কাজ করেছে। ইভিএম নিয়ে এসব বিষয় যেমনি ভারতের জন্য একটি শিক্ষা, ভেদমণি সব দেশের মানুষকেই গোটা ইলেকট্রনিক ভোটা ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

অন্যান্য দেশ : বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রিক দেশ ভারত পেয়ার ব্যালট থেকে ইলেকট্রনিক ব্যালটে উত্তরণ ঘটায় আজ থেকে ২ বছর আগে ২০০৪ সালে। তাদের শিগ্গম ইভিএম চালু করে ভারত সরকার এ নিজে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। তারা মনে করে এর মধ্যমে ভারত গণতন্ত্রকে আরও একগাল এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই মেশিনের তপন কতটুকু আস্তা জানা যায়, তা নিয়ে ভারতে অনেককর্মবান হায়ে সমালোচনাও উঠে আসছে। অনেক ভোটারের অভিযোগ, এরা ভোটা দেবার সময় ব্যাটন লাটী ট্রান্স করেছে তুল প্রার্থীর পক্ষে। অনেক রাজনীতিবিদ সন্দেহ পোষণ করেছেন তাদের নিজের ফল সম্পর্কে। একই

ধরনের অভিযোগ উঠেছে আরও অনেক দেশে থেকে। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশ কিছু দেশ রয়েছে। বিতর্কের কারণে নেদারল্যান্ডস, অ্যারল্যান্ড ও জার্মানি ভারতে গিয়েছে। কিন্তু ভারতে পাত বন্ধ এভাবে হোয়াটসআপে ভারতীয়া কথোপকথিত প্রকৌশলী হিরিশ্বাসান ও মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক প্রায়ুক্তি প্রকায়সারাম ইভিএমের ত্রিপনে- ইউনিট রাষ্ট্রতন্ত্রায়ন করেন একটি চিপ দিয়ে। এটি দেখতে ব-খুশ বেডিওতে লাগানো চিপের মতো। এরা এর মাধ্যমে দুই বকেলে ভোটা গণনা পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তারা বলেছেন, আমরা দেখিয়েছি ভারতীয়া ইভিএম নিরাদনও নয়, পছতও নয় এবং এর মাধ্যমে ভোটা জালিয়াতি সবার খুব সহজেই। তুটান ও মেলান সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভারতীয়া ইভিএম ব্যবহার করেছে। কলকাতাশেখর নাইকোরিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ইভিএম ব্যবহারের এখন আরও প্রকাশ করছে।

ই-ভোটিং প্রযুক্তির সামনে চ্যালেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত এ দুটি দেশের আরও অনেক দেশে ই-ভোটিংয়ের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় আসলে অবশ্যই বলতে হবে : ই-ভোটিং এখন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখেমুখি। জু আমান্দর দেশেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই ই-ভোটিং আজ গল্পের মুখেমুখি। ই-ভোটিং বিতর্ক আর নানা বাধার সামনে দাঁড়িয়ে। এ কারণে পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ দেশ এখনও ই-ভোটিং চালু করেনি কিংবা চালু করতে পারেনি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও মাত্র ৩০ শতাংশ স্টেটে চালু হয়েছে এই ই-ভোটিং। তাও নানা বিতর্ক মধ্যম নিয়ে। তাই বাংলাদেশের মতো দুর্লব ই-মিটারের দেশে তা চালু নিজে বিতর্ক উঠলে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। তা চালুর আগে এর সার্বিক নিরাদপ্তার বিষয়টি বিশ্লেষণ করার তাগিদ এর সাথে আসতেই পারে। আর নির্বাচনের মতো একটি সম্প্রদায়ের বিষয়ে রাজসৈনিক দলভাগের একমত হাটা তা চালু করলে সম্ভাবনাময় ই-ভোটিং নিয়ে জটীলতা আরও বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যেখানে বাংলাদেশের রাজসৈনিক দলভাগের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের পারদমতা চরম পর্যাবে, সে জন্য এ নিয়ে হতাশা আরও বেশি। সে জন্য প্রয়োজনে সমস্ত ভোটা হবে। কিন্তু আমরা জোর দিতে চাই তিনু আধিক্যটি ক্ষেত্রে। আর সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে : ই-ভোটিং প্রযুক্তির সামনে এই সময়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তিবিদদেরই ই-ভোটিংয়ের ব্যবহীয়া দুর্লবতার অবসান ঘটিয়ে প্রযুক্তির অগ্রগমনকে অবদা ও নিরভরুক্ত করতে হবে। তাদের গ্রাম্য করতে হবে প্রযুক্তি অভিযাত্রায়। ই-ভোটিং প্রযুক্তি তা থেকে তিনু কিছু নয়। ই-ভোটিংয়ের কার্যকরীতা নিশ্চয় করে তোলায় মাধ্যমেই তা সম্ভব। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাত বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদেরও শার্লিম হতে হবে। কারণ প্রযুক্তির পরাজয় নয়, জায়ই তো আমাদের সবার কাম।

লেখা সময়ে : মোঃ মেহমুদুল হোসেন
প্রবন্ধে লালকৃত্ত ছবি : কলপ ও চেইলী-সাইক